

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে স্তব:

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রশিরিামৈকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষাতেতম॥

প্রফুল্ল-পূন্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধতিটামৃত।
গুটকিাদর মাং পাহি নানাভাগে-পুরন্দর॥

নজিাধর-সুধাদায়িন্দিদ্রদ্যুম্ন-প্রসাদতি।
সুভদ্রা-লালন-ব্যগ্র রামানুজ নমাহেস্তুতে॥

গুন্ডচিা-রথযাত্রাদি-মহাৎসব-ববির্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুন্ডচিারথ-মণ্ডনম্॥

দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস।
নতি্য-নূতন-মাহাত্ম্যদর্শনি চতৈন্যবল্লভ॥

“হে শ্রীজগন্নাথ! হে নীলাচল পরবত শীর্ষরে মুকুটস্থতি রত্নস্বরূপ! হে দারুব্রহ্মরূপে প্রকটতি পুরুষাতেতম, হে ঘনশ্যাম! করুণাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হানো।”

“হে প্রফুল্ল কমললাচেন নাথ! হে লবণাক্ত সাগররূপ নয়নের অমৃত স্বরূপ! হে গুটকিাদর, সদা নানা লীলা উপভাগেরত প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।”

“আপনি আপনার নজি অধর বনিঃসৃত সুধা আপনার ভক্তগণকে প্রদান করে থাকেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার আনুকূল্য অর্জন করছেন। আপনি আপনার ভগ্নী সুভদ্রাকে অনুক্ষণ স্নেহরাশি দ্বারা লালনে ব্যগ্র। হে বলরাম-অনুজ, আপনাকে প্রণিপাত জানাই।”

“আপনি বিভিন্ন উৎসব প্রবর্তন করছেন, যমেন রথে আরাহেন করে মহাসমারাহে গুন্ডচিা মন্দিরে যাত্রা। আপনি শূণ্ডচিাগামী রথের শাভো স্বরূপ। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনাকে বন্দনা করি।”

“আপনার চিত্ত সর্বদা দীন, হীন, মহা নীচ পতিদরে প্রতি দয়ার্দ্র। আপনি অনুক্ষণ নতি্য নূতন মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে থাকেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ চতৈন্য মহাপ্রভুর অত্মন্ত প্রিয়। বল্লভ। আমি আপনাকে প্রণিপাত করি।”